দৈনিক বাংলা 16

তারিখ 21 NOV 1995
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

ঢাকা ভার্সিটিতে টোকাইদের স্কুল। টিএসসিতে এই স্কুল খুলেছেন কয়েকজন উদ্যমী ছাত্র-ছাত্রী। —দৈনিক বাংলা

ভার্সিটি এলাকায় অন্য এক দৃশ্য ঃ টোকাইদের জন্য স্কুল

মুজতবা খন্দকার ঃ হঠাৎ করে ছেদ পড়ে কথার, কয়েকটি চায়ের স্টলে ঝাঁপ পড়ে যায় অনায়াসে। লাইব্রেরীর পাশ থেকে দু'জন ছাত্রী ঢুকে যায় ভিতরে। কয়েকজন আতংকিত ছাত্র-ছাত্রী চিৎকার করে ওঠেন গুলি গুলি ....। শুধু সন্ত্রাস নয়, কল্যাণকর কিছু কাজও হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। মেধা এবং মননের চর্চাও চলে অবিরত এখানে। কিন্তু এগুলো বেশীর ভাগ লোকের চোখে পড়ে না।

তেমনি একটি কল্যাণমুখী কাজ করে যাচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন তরুণ-তরুণী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার টোকাইদের অক্ষরজ্ঞান দেওয়ার জন্য এরা গড়ে তুলেছেন একটি স্কুল। বন্ধুরা মিলে স্কুলটার নাম দিয়েছেন "অর্ক"—সবাই বলে বঞ্চিত শিশুদের স্কুল।

সকাল সাড়ে ৯টা থেকে ১১টার মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'টিএসসির অভ্যন্তরে জিমন্যাসিয়ামে ঢুকলে যে কারো চোখ পড়বে কয়েকজন টোকাইয়ের ওপর। সংখ্যায় এরা নেহায়েত কম নয়—মোট ৩৫ জন। বেত কিম্বা চক-ডাষ্টার হাতে সামনে বসে আছেন কয়েকজন শিক্ষক। টোকাইদের কারো পরনে শুধু জীর্ণ প্যান্ট, কারো পরনে শার্ট থাকলেও বোতামহীন। কিন্তু তাতে কি লেখাপড়ার জন্য অনুসন্ধিৎসু মন, তাদের আছে।

এই স্কুলের শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি শেষ বর্ষের ছাত্র এবং স্কুলটি খোলার অন্যতম উদ্যোক্তা হারুন অর রশীদ স্বপন। তার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। স্বপন বললেন, টোকাই নামের বঞ্চিত শিশুরা এই ক্যাম্পাসে থেকেই বড় হচ্ছে। অথচ তারা পাচ্ছে না ন্যূনতম অক্ষরজ্ঞান। এই উপলব্ধি থেকেই কয়েক বন্ধু মিলে স্কুলটি খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

জনাব স্বপন জানান; টোকাইদের প্রাথমিক শিক্ষা অথবা অক্ষরজ্ঞান দিয়ে স্কুলমুখী করাই তাদের লক্ষ্য। স্কুলটিতে ৩৮ জন টোকাই তালিকাভুক্ত থাকলেও নিয়মিত আসে ২৫/২৬ জন।

স্কুলের বই, শ্লেট, চক ইত্যাদি যা যা প্রয়োজন সবই এই সৌখিন শিক্ষক। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা চাঁদা তুলে যোগাড় করেন।

সাত বছরের রেখা এবং ১০ বছরের বেলালের সঙ্গে কথা হলো। তারা পড়তে চায়। বুকে গোপন আশা পুষে রাখে বেলাল, কবে লেখাপড়া শিখে বড় হবে। অভিনয়ের সুরে বেলাল বলল, ভোঁ ... করে আকাশে উড়বো।

স্কুলের শিক্ষক লোক প্রশাসন বিভাগের ছাত্র সুমন জাহিদ, সুজন কান্তা, ন্যান্সি। তারা জানান, এইসব টোকাইদের অধিকাংশেরই মা-বাবা নেই। কেউবা ঢাকায় শুধু একা। সারাদিন ক্যাম্পাসে সিগারেট, চা বিক্রি করে। যা পায় তাই দিয়ে কোন প্রকারে জীবন চালিয়ে নেয়। জাহাঙ্গীর (৮) নামের এক টোকাইকে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় থাকিস? হাত নেড়ে বলে, স্যার কই আর থাকবো? টিএসসির বারান্দায়, শিব বাড়ীর বস্তিতে অথবা বাসের যাত্রী ছাউনিতে। আমাদের কোন ইস্টিশান নাই। সত্যিই তাদের কোন লক্ষ্য নেই। নিরন্তর লক্ষ্যবিহীন জীবন এদের।

স্বপন বলেন, আমরা ক্যাম্পাসে আর এক বছর থাকবো। তারপরও স্কুলটি যাতে চলে তার জন্য আমাদের জুনিয়র ভাইদের বলে যাব যেন তারা স্কুলটি চালিয়ে যায়। কর্তৃপক্ষ জানেন কিনা জানতে চাইলে স্বপন বলেন, অনানুষ্ঠানিকভাবে সবাই জানে। তবে উৎসাহে মাঝে মাঝে ভাটা পড়ে। সবাই যেন নির্বিকার। স্বপন বলেন, টিএসসির কত রুম কতজন দখলে রেখেছে। এই স্কুলের জন্য একটা রুম আমরা কর্তৃপক্ষের কাছে বরাদ্দের আবেদন জানিয়েছি। ফল হয়নি।

জনকল্যাণে, ভালো উদ্দেশ্যে যে কোন কাজ করলে তার ফল অবশ্যই আসবে ইতিবাচক। এই টোকাইরা হয়তো এখান থেকে অক্ষরজ্ঞান পাবে হয়ত একদিন শিক্ষিত হবে, এই আশা উদ্যোক্তাদের।

স্কুলের শিক্ষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ন্যান্সি জানান, এদের অক্ষরজ্ঞান হলেই ক্যাম্পাসের আশপাশে স্কুলে ভর্তির চেষ্টা করা হবে। স্কুলের শিক্ষক সুজন জানান, এদের কয়েকজনকে নীলক্ষেত স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়া হয়েছে।